



ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন

কাওসার আহমেদ, কাজী আমিনুল হাসান, মো. জুলকারনাইন

১ নভেম্বর, ২০২৬

- ❖ রাজনৈতিক দল হলো এমন কিছু মানুষের সমষ্টি, যারা কিছু অভিন্ন আদর্শ, নীতি বা কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং সেই নীতি বা কর্মসূচিগুলো কার্যকর করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার হতে চায়
- ❖ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত ও কার্যকর করতে রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন; দলগুলোর মাধ্যমে নাগরিকদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন
- ❖ বৃটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরিক্রমায় ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উত্থান ও রাজনৈতিক দলভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন
- ❖ পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম (ভাষার অধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আন্দোলন) এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন
- ❖ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে সামরিক ও কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান ও বিধিবিধান পরিবর্তন, রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক দল গঠন এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের বিকাশ, রাজনৈতিক অধিকার ও চর্চা বারবার বাধাগ্রস্ত করা
- ❖ ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র সংস্কার আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত; নির্বাচন ব্যবস্থা ও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ প্রস্তাব এবং জুলাই জাতীয় সনদে এ বিষয়ে সকল দলের ঐক্যমত

- ❖ প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকার পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, ন্যায়বিচার, দুর্নীতি প্রতিরোধ তথা সার্বিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে; এই প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চা অত্যাবশ্যিক
- ❖ তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সহিংসতা, দলীয় অন্তর্কোন্দল, নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, আর্থিক অনিয়ম ও অস্বচ্ছতাসহ বিভিন্ন অভিযোগ গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন গবেষণায় প্রকাশিত হলেও দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বিষয়ে নিবিড় গবেষণায় ঘাটতি
- ❖ সুশাসন, কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা, নির্বাচনী ইশতেহারে সুশাসন ও শুদ্ধাচার ইত্যাদি বিষয়ে টিআইবির নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা
- ❖ এরই ধারাবাহিকতায় গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনির্মাণে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে এই গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ

এক নজরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল

- ❖ বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ৫৯টি; ২০০৮ সাল থেকে ৬৩টি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন লাভ - ৩টি দলের নিবন্ধন বাতিল ও একটি দলের নিবন্ধন স্থগিত
- ❖ নিবন্ধিত দলগুলোর বাইরে বাংলাদেশে কতগুলো অনিবন্ধিত দল আছে সে বিষয়ে সঠিক তথ্য নেই
 - ২০২৫ সালে ১৪৩টি দলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন; নিবন্ধন না পাওয়া দলের সংখ্যা ১৩৯টি
 - কিছু অঞ্চলভিত্তিক সক্রিয় রাজনৈতিক দল রয়েছে যাদের কার্যক্রম দুই-তিনটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ
- ❖ ২০০৮ সাল থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলের সংখ্যা ১২-৫০টি; এর মধ্যে জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছে ২০টি দল
- ❖ মতাদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশে প্রধানত তিন ধরনের রাজনৈতিক দল রয়েছে-- জাতীয়তাবাদী/মধ্যপন্থী মতাদর্শ, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং ধর্মীয় মতাদর্শ

সার্বিক উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. রাজনৈতিক দল পরিচালনা সম্পর্কিত আইনি কাঠামো ও এর পরিপালন পর্যালোচনা করা
২. রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা পর্যালোচনা করা
৩. রাজনৈতিক দলের আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি পর্যালোচনা করা
৪. দলীয় কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও কারণ পর্যালোচনা করা
৫. গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা

গবেষণার পরিধি

- ❖ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ
- ❖ গবেষণায় বিবেচ্য সময়কাল: ২০০৮ সালে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত (ক্ষেত্রবিশেষে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার)

- ❖ গবেষণার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য বিবেচনায় গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- ❖ গবেষণায় ৪২টি রাজনৈতিক দলের (৩৭টি নিবন্ধিত ও ৫টি অনিবন্ধিত) সাথে যোগাযোগ; ৩২টি রাজনৈতিক দল থেকে তথ্য প্রাপ্তি

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	রাজনৈতিক নেতা-কর্মী: প্রতিটি দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত/মনোনীত (দলকে প্রতিনিধিত্বকারী) কর্মী, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, শিক্ষক ও গবেষক
পরোক্ষ তথ্য	অনুসন্ধান ও সংগ্রহ	সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলসমূহের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ও দফতর থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও গবেষণা প্রবন্ধ, পুস্তক

- ❖ উল্লেখ্য গবেষণায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের তথ্য প্রদানে সময়ক্ষেপণ, অসহযোগিতা ও আংশিক তথ্য প্রদান; একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও ১০টি রাজনৈতিক দলের তথ্য প্রদান না করা
- ❖ তথ্য সংগ্রহের সময়কাল: জুন ২০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এবং জুন ২০২৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৬

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু
আইনি কাঠামো	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি-বিধান এবং দলীয় গঠনতন্ত্র
অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা	কমিটি গঠন, নেতৃত্ব নির্বাচন, মনোনয়ন প্রক্রিয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া
অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি	সকল পর্যায়ের কমিটিতে নারী কর্মীর অন্তর্ভুক্তি, নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন, দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও কার্যক্রমে তৃণমূলের অংশগ্রহণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ
স্বচ্ছতা	আয় ও ব্যয়, আর্থিক প্রতিবেদন, দলের বিধি ও নীতিমালা, গঠনতন্ত্র, দলীয় কার্যক্রম, কমিটি বিষয়ক তথ্য প্রকাশ
জবাবদিহি	কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সম্মেলন (কাউন্সিল), দলীয় শৃঙ্খলা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা, নিরীক্ষা কার্যক্রম, আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল
অনিয়ম-দুর্নীতি	অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, কমিটি গঠন, মনোনয়ন প্রক্রিয়া, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দলের নিবন্ধন কার্যক্রম ইত্যাদি

গবেষণার ফলাফল

আইনি কাঠামো: রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

নিবন্ধনের শর্ত

[আরপিও, ১৯৭২ - ৯০খ (১)(ক)]

নির্বাচনী সাফল্য: পূর্বের কোনো সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে অন্তত ১টি আসন লাভ, বা কোনো সংসদীয় আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের অন্তত ৫ শতাংশ ভোট প্রাপ্তি

সাংগঠনিক কাঠামো: কেন্দ্রীয় অফিসসহ ১/৩ প্রশাসনিক জেলায় ও অন্যান্য ১০০টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় সক্রিয় কার্যালয়ের উপস্থিতি এবং প্রতিটিতে ন্যূনতম ২০০ জন ভোটারের সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্তি

আইনি সীমাবদ্ধতা

■ এই শর্ত শুধু ২০০৮ সালের পূর্বের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

নতুন দলের ক্ষেত্রে এই শর্ত বাধ্যতামূলক; যা দলগুলোর জন্য বৈষম্যমূলক ও আর্থিক বোঝা

প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও পর্যবেক্ষণ

নির্বাচনী সাফল্য প্রাপ্ত দলের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাঠামো বিষয়ক শর্ত মানার বাধ্যবাধকতা নেই - দলসমূহের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি

- এই সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার কঠিন শর্ত পূরণে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরতার ঝুঁকি সৃষ্টি
- রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ভয়ে নতুন এলাকায় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন গ্রহণে চ্যালেঞ্জ

একটি নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রাপ্তির শর্ত পূরণে ন্যূনতম ৩৩ লাখ থেকে ৭৬ লাখ টাকা (প্রাক্কলিত) প্রয়োজন

- ❖ নতুন রাজনৈতিক দলের পক্ষে এই অর্থ জোগাড় করা দুর্লভ; যা নিবন্ধন প্রত্যাশী রাজনৈতিক দলের ওপর ব্যবসায়ী বা বিত্তশালী ব্যক্তির আর্থিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ এবং পরবর্তীতে বহুমাত্রিক স্বার্থের সংঘাতের ঝুঁকি সৃষ্টি
- ❖ নতুন দলের নিবন্ধন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেনের অভিযোগ; বিশেষ করে, স্থানীয় পর্যায়ের কার্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় এই নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন হয়

“কিছু ক্ষেত্রে (নিবন্ধন সংক্রান্ত) আর্থিক লেনদেন হয়েছে, তবে সেটা ‘নাস্তা’ পর্যায়ে নাকি ‘ট্রেডিং (নিবন্ধন বাণিজ্য)’ সেটা নিশ্চিত না।” -নির্বাচন কমিশনের একজন কর্মকর্তা

- ❖ অর্থ ও পেশিশক্তির জোরে এবং রাজনৈতিক প্রভাবে অনেকক্ষেত্রে দল প্রতিষ্ঠা ও সহজে নিবন্ধন প্রাপ্তি
 - গ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ করা ও সাজাপ্রাপ্ত একটি ব্যবসায়িক গ্রুপের কর্ণধারের মাত্র দুই-তিনমাসের প্রস্তুতি নিয়ে রাজনৈতিক দল গঠন ও নির্বাচন কমিশন থেকে নিবন্ধন প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ; বিতর্ক, আন্দোলন ও আপত্তির কারণে নিবন্ধন না দেওয়া
- ❖ কয়েকটি নতুন দলকে নিবন্ধন দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ বা রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন শর্তের বৈশ্বিক চর্চা

দেশ	নিবন্ধনের শর্ত
ভারত	দলের গঠনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় কমিটি, অন্তত ১০০ জন সদস্য ও কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকা এবং দল গঠনের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে আবেদন দাখিল
শ্রীলংকা	দলের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও ইশতেহার, অন্তত ১ জন নারী সদস্যসহ কেন্দ্রীয় কমিটির তালিকা, নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন, এবং ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার প্রমাণ
নেপাল	সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে দলের এমন নাম, প্রতীক বা পতাকা না থাকা; নিয়মিতভাবে কমিটি নির্বাচনের বিধানসহ গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র ও বিধিমালা; ঘোষণাপত্র; কেন্দ্রীয় কমিটি ও কার্যালয়; তহবিল সংগ্রহ পদ্ধতি; পরবর্তীতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ১০,০০০ ভোটারের স্বাক্ষর জমাদান
যুক্তরাজ্য	রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় অফিস ও দলীয় গঠনতন্ত্র থাকা

বিষয়বস্তু

আইনি সীমাবদ্ধতা

প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও পর্যবেক্ষণ

কোনো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের দরখাস্ত নাকচ হলে নির্বাচন কমিশনের ১৫ দিনের মধ্যে তা সংশ্লিষ্ট দলকে লিখিতভাবে জানানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে
[আরপিও, ১৯৭২- ধারা ৯০ঙ(২)]

আইনে দরখাস্ত নাকচ করার কারণ জানানোর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই

- ❖ নির্বাচন কমিশন নাকচ করা দলের তালিকা প্রকাশ করলেও কারণ উল্লেখ করে না, যা নিবন্ধন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যাহত করে
- ❖ কয়েকটি দলের নিবন্ধন প্রদানে সরকারি হস্তক্ষেপ ও দলীয় প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ এবং অন্যদিকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি দলের নিবন্ধন প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা ও আদালতে রায়ের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রাপ্তি

কমিশন কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে, যদি দলটির রাজনৈতিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক স্থগিত করা হয়
[আরপিও, ১৯৭২- ধারা ৯০জ(১) খ]

নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন প্রদান ও বাতিল করার ক্ষমতার ওপর সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি

সরকার কর্তৃক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নিবন্ধন বাতিল বা স্থগিত করার এই বিধান উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক কার্যক্রম ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার ঝুঁকি সৃষ্টি

বিষয়বস্তু

[আরপিও, ১৯৭২ ধারা ৯০চ]

কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি বা সংস্থা থেকে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ অনুদান সীমা ৫০ লাখ টাকা এবং ৫০ হাজার টাকার উর্ধ্বে অনুদান ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা ও দাতার আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন বাধ্যতামূলক

বিদেশি রাষ্ট্র, বিদেশি অনুদানপুষ্ট এনজিও বা বিদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে অনুদান বা উপহার গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

আইনি সীমাবদ্ধতা

- অনুদানের উৎস প্রকাশ ও নির্বাচন কমিশন দ্বারা যাচাইয়ের বিধান রাখা হয়নি
- অনুদান গ্রহণে কোন কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ ইত্যাদি) থেকে অনুদান গ্রহণ করা যাবে না সে বিষয়ে উল্লেখ নেই

- অনুদানের উৎস যাচাইয়ের বিধানের উল্লেখ নেই

প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও পর্যবেক্ষণ

- অনুদান প্রদানে বিশেষ করে সরকারি দলের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরির ঝুঁকি
- অনুদান প্রদানে প্রকৃত মালিকানা (বেনিফিসিয়াল ওউনারশিপ) প্রকাশ বা যাচাইয়ের সুযোগ না থাকায় ভিন্ন নামে একাধিক অনুদানের সুযোগ

- অনুদানের উৎস যাচাইয়ের সুযোগ না থাকার কারণে বিদেশি উৎস থেকে অনুদান গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি

বিষয়বস্তু

নিবন্ধনের আবেদনের সাথে একটি ব্যাংক হিসাব নম্বর, ব্যাংকের নাম ও হিসাবের সর্বশেষ স্থিতি জমাদান বাধ্যতামূলক [রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮; বিধি ৬(চ)]

প্রতি বছরের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে পূর্বের পঞ্জিকা বছরের সংশ্লিষ্ট দলের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের অনুলিপি কমিশনে দাখিল [রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮; বিধি ৯(খ)]

আইনি সীমাবদ্ধতা

- নিবন্ধনের জন্য একটি ব্যাংক হিসাব নম্বর জমাদানের বিধান থাকলেও দলের সব পর্যায়ের প্রতিটি লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে করার বিষয়ে উল্লেখ নেই
- এমএফএস-এর মাধ্যমে সম্পাদিত লেনদেন বিষয়ক কোনো বিধান নেই
- দলের সব পর্যায়ের হিসাব সংরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান নেই
- নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলের বিধান থাকলেও, যাচাই ও প্রকাশের বিধান নেই

প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ও পর্যবেক্ষণ

সাধারণত দলের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে আংশিক লেনদেন সম্পাদন; দলের সব পর্যায়ে নগদ ও অনানুষ্ঠানিক লেনদেন

- দলগুলো সব পর্যায়ের হিসাব আর্থিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত না করা
- নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত আর্থিক প্রতিবেদন যাচাই না করা
- নির্বাচন কমিশন ও দলগুলো আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ না করা

❖ আরপিও, ১৯৭২ অনুযায়ী, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র থাকা এবং সেই গঠনতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে [ধারা ৯০(গ)(১)(ক)]

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩২টি দলের মধ্যে ২৮টি দলের গঠনতন্ত্র রয়েছে; চারটি দলের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও গঠনতন্ত্র না পাওয়া

গঠনতন্ত্র সরবরাহ না করা রাজনৈতিক দলের নাম

বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
ইসলামী ঐক্যজোট
আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)
জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি

❖ সাতটি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ (সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ - জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্ম ও প্রভৃতি কারণে বৈষম্য)-এর সাথে সাংঘর্ষিক

- দলগুলোর গঠনতন্ত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনার প্রতি সকল ধর্মের মানুষের একাত্মতা প্রকাশ, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা; মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা; বিদ্যমান নিয়ম-নীতিকে প্রত্যাখ্যান এবং প্রচলিত ‘অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে’ ইসলাম ধর্মের আলোকে পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ

- ❖ আরপিও, ১৯৭২-এ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে শিক্ষক বা ছাত্র এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মচারী বা শ্রমিক বা অন্য কোনো পেশার সদস্যদের নিয়ে গঠিত সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন না রাখা (ধারা ৯০খ)
 - গঠনতন্ত্রে উল্লেখ না থাকলেও প্রায় সকল দল বিশেষত বৃহৎ রাজনৈতিক দলের ‘সহযোগী’ বা ‘ভ্রাতৃপ্রতিম’ সংগঠন নামে ছাত্র ও পেশাজীবী সংগঠন পরিচালনা; ছাত্র সংগঠনের যোগাযোগের ঠিকানা হিসেবে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়কে ব্যবহার
- ❖ আরপিও, ১৯৭২-এ দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে কোনো অফিস, শাখা বা কমিটি গঠন ও পরিচালনার বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরোপ (ধারা ৯০গ)
 - দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) বিদেশের মাটিতে দলীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং নীতি মেনে সংগঠন পরিচালনার বিষয়ে উল্লেখ ও কার্যক্রম পরিচালনা
 - তবে গঠনতন্ত্রে বিদেশে সংগঠন পরিচালনার বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও অন্তত ৬টি দলের (জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাকের পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, জাতীয় নাগরিক পার্টি) বিদেশে শাখা বা দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার ঘটনা পরিলক্ষিত

গঠনতন্ত্র অনুসরণ: দলীয় প্রধান নির্বাচন প্রক্রিয়া

বিষয়	দলীয় গঠনতন্ত্রের বিধান	চর্চা
দলীয় প্রধান নির্বাচন, প্রার্থী মনোনয়ন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা	সকল দলের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয়/জাতীয় কাউন্সিলে দলীয় প্রধান নির্বাচিত করার বিধান বিদ্যমান	<ul style="list-style-type: none"> অধিকাংশ দল জাতীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে দলের প্রধান নির্বাচিত করলেও গোপন ব্যালট ভোটের পরিবর্তে কণ্ঠ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অধিকাংশ রাজনৈতিক দলে দলীয় প্রধান পদের নির্বাচনে একাধিক ব্যক্তির মনোনয়ন গ্রহণের চর্চা নেই; মাত্র দুইটি দলে (সিপিবি এবং এবি পার্টি) একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ করা যায়

❑ গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতির অনুপস্থিতির ফলে দলের ভেতর এক ব্যক্তির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের চর্চা লক্ষণীয় যা দলের মধ্যে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ হ্রাস করে

রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নির্বাচনের শর্ত নির্ধারণ

নেতৃত্বের
মেয়াদ

- একটি দল (সিপিবি) ব্যতীত অন্য কোনো দলের গঠনতন্ত্রে এক ব্যক্তি কতবার বা কত মেয়াদে দলীয় প্রধান হতে পারবেন এ বিষয়ে উল্লেখ নেই
- দলগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ও তার পরিবারকেন্দ্রিক নেতৃত্ব অব্যাহত রাখা

সাংগঠনিক
অভিজ্ঞতা

- কোনো দলের গঠনতন্ত্রে নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলে ন্যূনতম কত সময়ের সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সে সম্পর্কে উল্লেখ নেই
- অভিজ্ঞতার সময়সীমা উল্লেখ না থাকায় অভিজ্ঞতার চেয়ে পরিবার, অর্থ ও তারকা খ্যাতি ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য

রাজনৈতিক দলে পরিবারকেন্দ্রিক নেতৃত্ব নির্বাচন

- ❖ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ১০টি রাজনৈতিক দলে পরিবারকেন্দ্রিক দলীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ

রাজনৈতিক দলের নাম	
☐ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ)	☐ ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)
☐ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	☐ বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ
☐ জাতীয় পার্টি	☐ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
☐ জাকের পার্টি	☐ জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা
☐ বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	☐ বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি

দলীয় প্রধানের নেতৃত্ব প্রদানের সময়কাল

- ❖ অনেক ক্ষেত্রে দলের অস্তিত্ব নেতার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির ওপর নির্ভরশীল; “শীর্ষ নেতা পরিবর্তিত হলে দল ভেঙে যাবে” বা “রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে বলে” আশঙ্কা প্রকাশ

নেতৃত্বের মেয়াদ (বছর)	রাজনৈতিক দলের সংখ্যা
< ১০ বছর	২০টি
১০ - ২০ বছর	৫টি
> ২০ বছর	৭টি
মোট দল	৩২টি

- ১২টি দলের প্রধানের ১০ বছর বা তার অধিক সময় ধরে দলীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন
- বিএনপি ও আওয়ামী লীগের দলীয় প্রধানের ৪১ ও ৪৫ বছর ধরে নেতৃত্ব প্রদান; তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপির দলীয় প্রধান পরিবর্তন

রাজনৈতিক দলসমূহের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কমিটি গঠন

- ❖ তিনটি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ এবং একটি দলের (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস) কমিটি গঠন প্রক্রিয়া দলীয় গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই

কেন্দ্রীয় কমিটির মেয়াদ উল্লেখ না থাকা দলের নাম

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

খেলাফত মজলিস

রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

- ❖ দুইটি দলের (নাগরিক ঐক্য ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন) স্থানীয় কমিটির মেয়াদ সম্পর্কে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নেই ও একটি দলের (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি) স্থানীয় কমিটির গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা নিয়মাবলী নির্ধারণ
- ❖ স্থানীয় কমিটিগুলোতে একই ব্যক্তি দীর্ঘ সময় নেতৃত্ব প্রদান করার চর্চা লক্ষণীয়

রাজনৈতিক দলসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

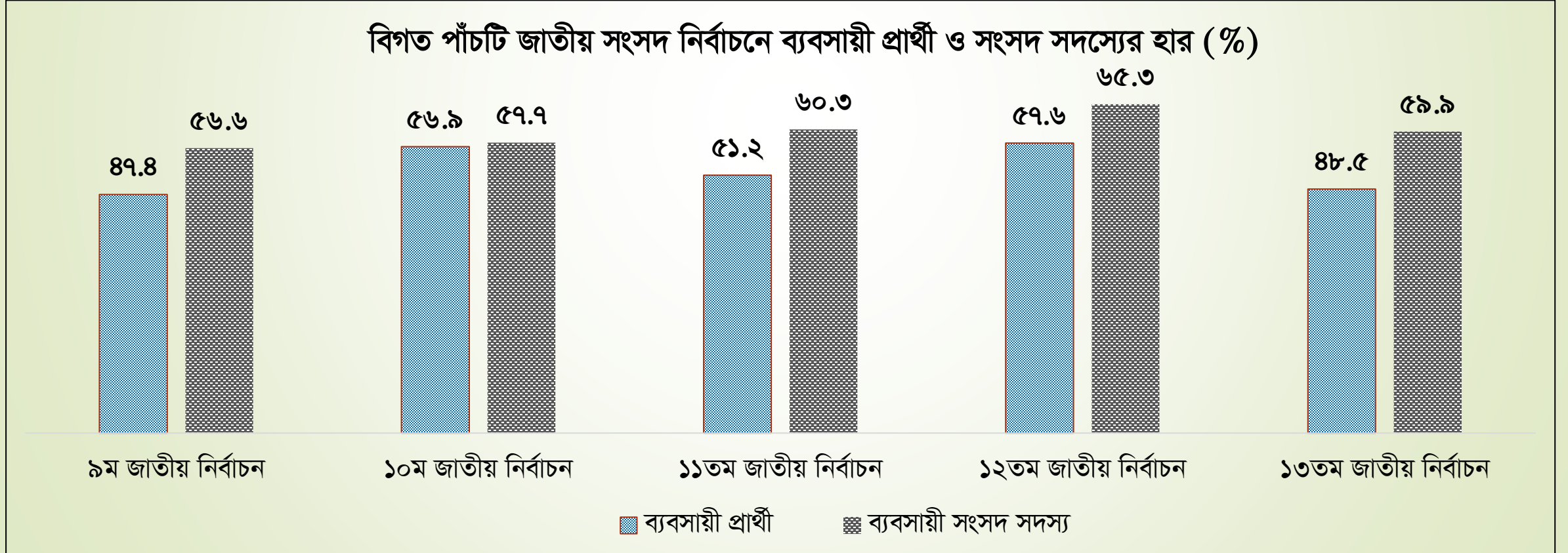
- ❖ দলগুলোর গঠনতন্ত্রে অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কাঠামোর (জাতীয় কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, উপ-কমিটি ইত্যাদি) কথা উল্লেখ করা হলেও অধিকাংশ দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া মূলত ব্যক্তিনির্ভর
- ❖ সকল দলের গঠনতন্ত্রে জাতীয় কাউন্সিল বা কনভেনশনকে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ফোরাম হিসেবে উল্লেখ করা হলেও ১৬টি দলের কাউন্সিল সভা অনিয়মিত এবং এ সভায় সাধারণত পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুমোদন
- ❖ তৃণমূল পর্যায়ে জেলা, উপজেলা ও ওয়ার্ড কমিটিগুলো মূলত কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, নির্বাচনী প্রচারণা এবং সাংগঠনিক বিস্তারে কাজ করলেও নীতি বা কৌশলগত সিদ্ধান্ত প্রণয়নে তৃণমূলের মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া

- ❖ আরপিও, ১৯৭২ -এ নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্ত করার সময় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার স্থানীয় পর্যায়ের কমিটির সদস্যদের প্রস্তাবিত প্যানেল বিবেচনার কথা বলা হলেও
 - অধিকাংশ দলে এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত - সরাসরি মনোনয়ন বোর্ডের সাক্ষাৎকার ও আলোচনার ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনীত; এক্ষেত্রে দলীয় প্রধানের মতামতকে সর্বাধিক প্রাধান্য প্রদান
- ❖ অধিকাংশ দলের গঠনতন্ত্রে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হওয়ার জন্য যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত উল্লেখ নেই; ছয়টি দলে শর্ত হিসেবে “যোগ্যতা”, “জনপ্রিয়তা”, “সততা”, “দলের প্রতি আনুগত্য” ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হলেও তা সুস্পষ্ট নয়
 - প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি দলীয় প্রধানের প্রতি প্রশ্রুত আনুগত্যকে প্রাধান্য দেওয়া; বৃহৎ বা প্রভাবশালী দলগুলোতে অর্থ ও পেশিশক্তিকে যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা
- ❖ উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে আরপিও, ১৯৭২ থেকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হবার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩ বছর দলে সক্রিয় সদস্য হিসেবে থাকার শর্ত বাতিল, যা বর্তমানে বহাল আছে

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া

- ❖ প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী প্রার্থী মনোনয়নে প্রার্থীর অর্থ-প্রতিপত্তি ও ব্যবসায়ীদের অগ্রাধিকার প্রদান; প্রভাবশালী তিনটি দলে নির্বাচনী প্রার্থী বাছাইয়ে মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ
 - বিগত পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবসায়ী প্রার্থী ও ব্যবসায়ী সংসদ সদস্যের উল্লেখযোগ্য হার লক্ষণীয়



কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী কর্মীর অন্তর্ভুক্তি

❖ আরপিও, ১৯৭২-এ দলগুলোর সকল পর্যায়ের কমিটিতে ন্যূনতম ৩৩% নারী সদস্যপদ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে তা অর্জনের বিধান থাকলেও

- অধিকাংশ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে প্রতীকী অর্থে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তি
- চারটি দলের গঠনতন্ত্রে এই বিধান অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি
- দুইটি দলের (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস) কেন্দ্রীয় কমিটিতে কোনো নারী সদস্য নেই
- একটি দলের (খেলাফত মজলিস) কমিটিতে সকল পুরুষ সদস্যের নাম উল্লেখ করা হলেও ৩৭ জন নারী সদস্যদের মধ্যে শুধু দুইজন সদস্যের নাম উল্লেখ এবং বাকীদের ক্ষেত্রে ‘৩৫ জন নারী সদস্য’ রয়েছে বলে উল্লেখ
- একটি দলের (জাকের পার্টি) কেন্দ্রীয় কমিটিতে একজন নারী কর্মীকে পাঁচটি পদে তালিকাভুক্ত করে পাঁচবার গণনা

কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্যদের উপস্থিতি (%)	রাজনৈতিক দলের সংখ্যা
৩৩% বা এর অধিক	২টি
২১-৩২%	১টি
১১-২০%	১২টি
১-১০%	৯টি
০%	২টি
তথ্য প্রকাশ করেনি	৬টি

নির্বাচনে নারী প্রার্থী মনোনয়ন

- ❖ জাতীয় সংসদে নারীরা সরাসরি নির্বাচনে জয়লাভ ও সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনীত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করে
 - অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সরাসরি নির্বাচনে নারীদের মনোনয়ন দেওয়াতে অনগ্রহী; এর কারণ হিসেবে ‘যোগ্য নারী প্রার্থীর অভাব’ এবং ‘নারীরা সক্রিয় রাজনীতিতে কম আগ্রহী’ বলে দাবী;
 - দুইটি দলের (জাতীয় পার্টি ও বাংলাদেশ লেবার পার্টি) গঠনতন্ত্রে ৫% ও ১০% নারীদের মনোনয়ন দেওয়া বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে; তবে মনোনয়নের ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের বিধান পরিপালন করা হয়নি
- ❖ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ পূর্ববর্তী ৫টি নির্বাচনে নারী প্রার্থীর মনোনয়ন ৫%-এর কম

নির্বাচন	সাল	মোট প্রার্থী	নারী প্রার্থী (সরাসরি)	শতকরা হার (%)
নবম সংসদ	২০০৮	১,৫৬৭	৫৯	৩.৭৬%
দশম সংসদ	২০১৪	৫৪৮	১৯	৩.৪৭%
একাদশ সংসদ	২০১৮	১,৮৬১	৬৮	৩.৬৭%
দ্বাদশ সংসদ	২০২৪	১,৮৯৬	৯৪	৪.৯৬%
ত্রয়োদশ সংসদ	২০২৬	২,০২৮	৮৩	৪.০৯%

- ❖ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলসমূহ কমপক্ষে পাঁচ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়নের অঙ্গীকার করলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মধ্যে
 - জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ১৩টি দলের একজনও নারী প্রার্থী ছিল না
 - ১২টি দলের মনোনীত নারী প্রার্থীর হার ৩.১ শতাংশ;
 - তবে উক্ত নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে নারী প্রার্থীর হার ৭.৯ শতাংশ
- ❖ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারী কর্মীদের দলের প্রতি অবদান, মেধা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে গুরুত্ব না দিয়ে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, তোষণনীতি, পারিবারিক পরিচয় ইত্যাদির ভিত্তিতে মনোনয়ন মূলত জাতীয় সংসদে নারীদের প্রতীকী প্রতিনিধিত্বকে প্রকাশ করে

জাতীয় সম্মেলন (কাউন্সিল/পার্টি কংগ্রেস/মজলিসে শুরা) আয়োজন

- ❖ জাতীয় সম্মেলন রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ও কেন্দ্রীয় কমিটি এবং দলীয় নেতৃত্বের জবাবদিহি নিশ্চিত করার ফোরাম
- ❖ সকল রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে নিয়মিতভাবে জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও ১৬টি দলের নিয়মিত সম্মেলন আয়োজন না করা; একটি দলের (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি) ১০ দশ বছরের বেশি সময় সম্মেলন না করা

রাজনৈতিক দলসমূহের জাতীয় সম্মেলন আয়োজন



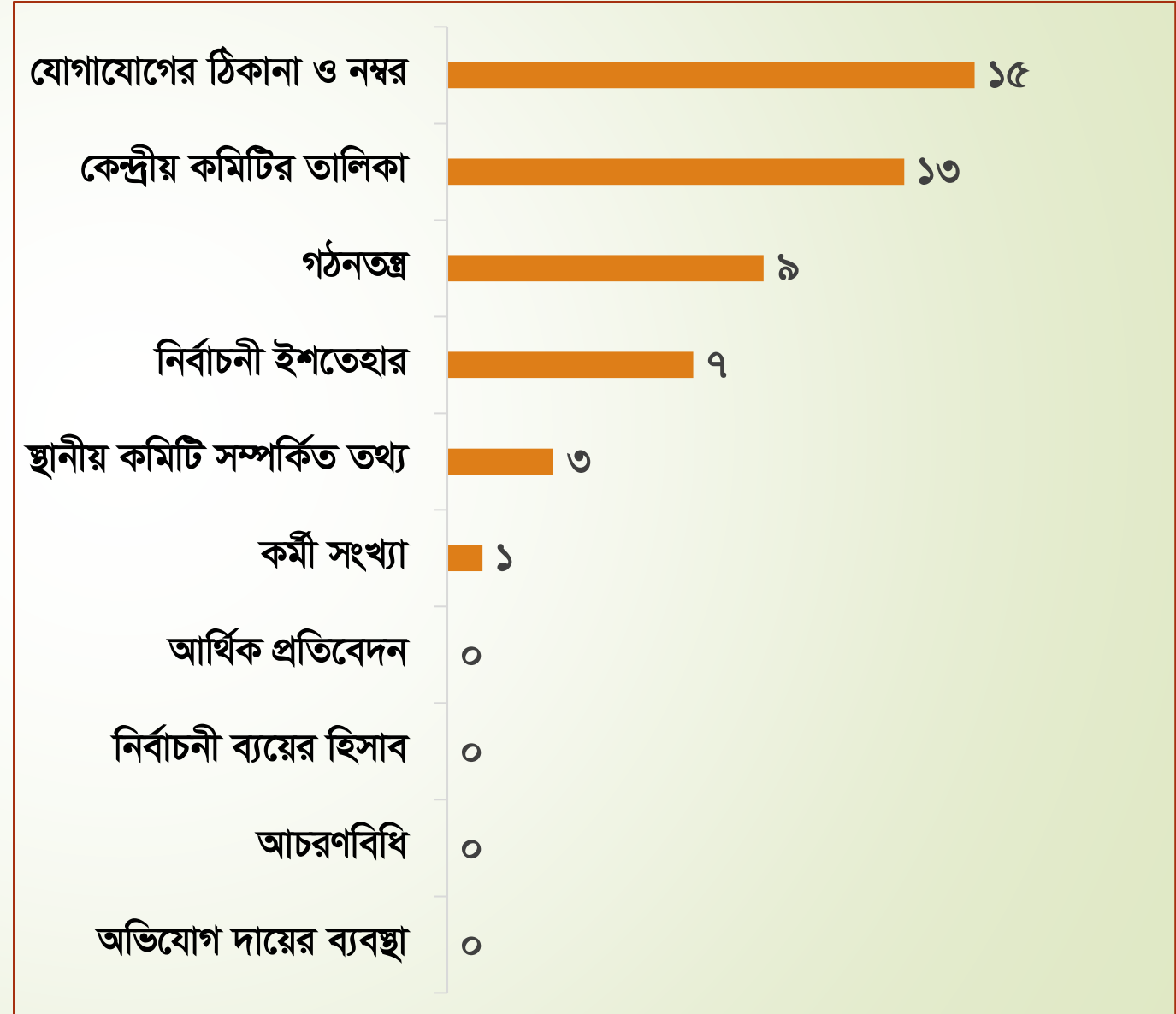
জবাবদিহি ব্যবস্থা...

- ❖ দলগুলোর গঠনতন্ত্রে দলীয় নেতা-কর্মীর শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও এর শাস্তির মাত্রা, অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আপিল প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট নয়, যা শৃঙ্খলা ভঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণে জটিলতার সৃষ্টি করে
- ❖ কোনো দলেরই নেতা-কর্মীদের জন্য স্বতন্ত্র আচরণবিধি নেই
- ❖ দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগী নাগরিকের অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা অনুপস্থিত
- ❖ দলসমূহের আচরণবিধি না থাকা এবং জবাবদিহি ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন অপরাধমূলক ও অনৈতিক কার্যক্রমে (সহিংসতা, হত্যা, দখলবাজি, চাঁদাবাজি, অনিয়ম-দুর্নীতি, জুয়া, মাদক ব্যবসা, সেক্সটরশন ইত্যাদি) জড়িয়ে পড়ে
 - অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবী দিয়ে পুরস্কৃত করা
- ❖ বিগত ১৩ বছর ৮ মাসে ৪,২৮০টি রাজনৈতিক সহিংসতায় ৪৬,৩৫১ জন কর্মী আহত ও ৭৪৬ জন রাজনৈতিক কর্মী নিহত (আইন ও সালিশি কেন্দ্র, জানুয়ারী, ২০১৩ - আগস্ট, ২০২৬)
 - অধিকাংশ রাজনৈতিক সহিংসতায় মূলত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সম্পৃক্ত, তবে কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, এনসিপি'র সম্পৃক্ততা রয়েছে

দলীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের ধরন

তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩২টি দলের মধ্যে ২৪টি দলের ওয়েবসাইট থাকলেও সক্রিয় আছে ১৬টি দলের
- ১৬টি দলের ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে ঘাটতি বিদ্যমান



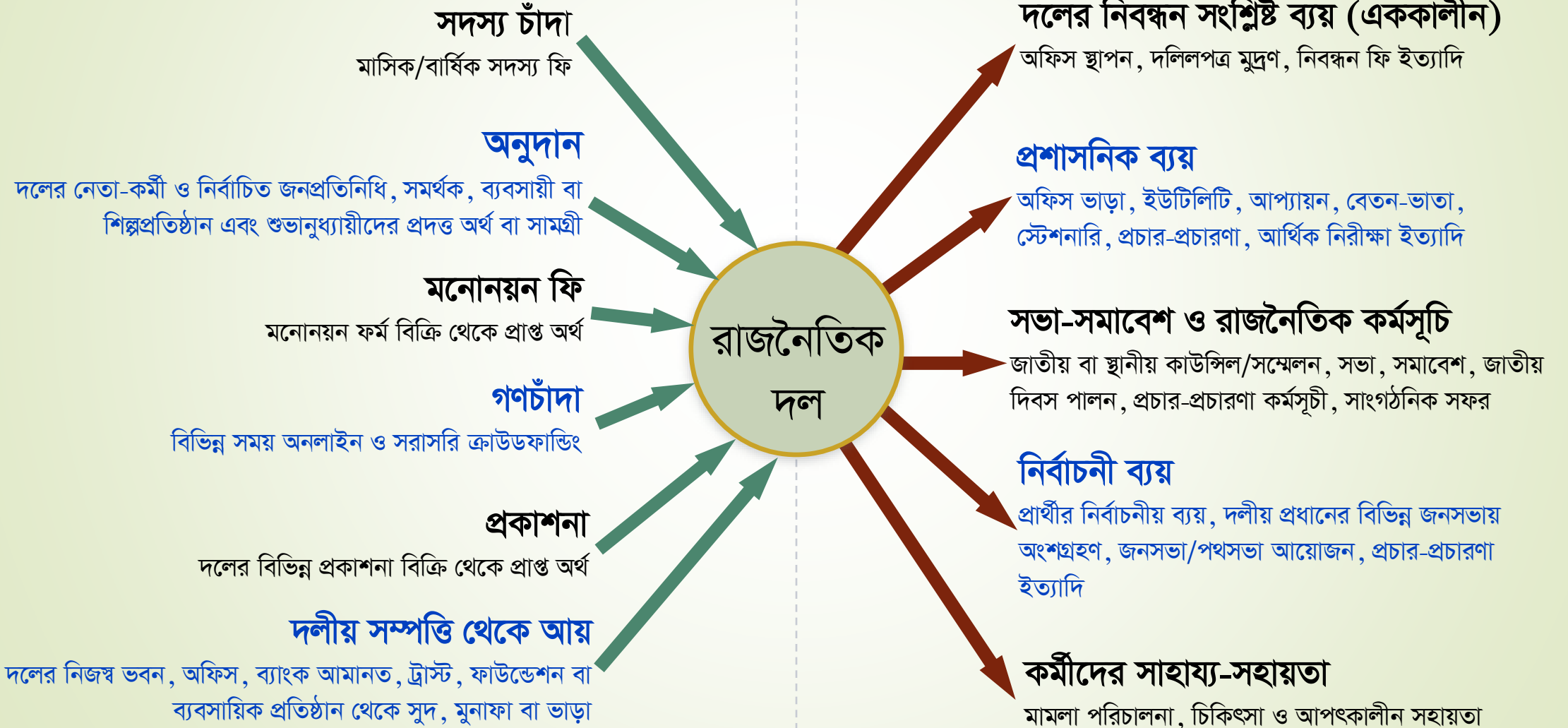
দলীয় আর্থিক নীতি ও কার্যপ্রণালী বিধি

- ❖ কোনো দলের আর্থিক নীতিমালা ও কার্যপ্রণালী বিধি নেই
- ❖ দলসমূহের গঠনতন্ত্রে আয়-ব্যয়, দলীয় সদস্যদের পদভেদে চাঁদার হার, অনুদান গ্রহণের শর্ত, মনোনয়ন ফর্ম ফি, হিসাব সংরক্ষণ, আর্থিক লেনদেন, ক্রয়, নিরীক্ষা, আর্থিক জবাবদিহি ইত্যাদি সম্পর্কিত নির্দেশনা অস্পষ্ট
- ❖ দলসমূহ বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করে না
 - সকল দলের আয়-ব্যয় প্রধানত দলের কর্মসূচিভিত্তিক (দলীয় সভা-সমাবেশ); যা তাৎক্ষণিক অনুদানের ওপর নির্ভরশীল

আর্থিক ব্যবস্থাপনা...

ঘোষিত আয়ের উৎস

ঘোষিত ব্যয়ের খাত



হিসাব সংরক্ষণ ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন

- ❖ রাজনৈতিক দলগুলোর জমাকৃত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত প্রতিবেদন দলের বা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশ না করা
 - বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ৪টি দলের ২০২৫ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুযায়ী
 - দলগুলোর সর্বনিম্ন আয় ১.৮২ কোটি টাকা ও সর্বোচ্চ ২৩.৬৮ কোটি টাকা
 - দলগুলোর সর্বনিম্ন ব্যয় ১.৮৭ কোটি টাকা ও সর্বোচ্চ ২৩.৯১ কোটি টাকা
- ❖ এই হিসাব দলগুলোর প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের তুলনায় অতি নগন্য এবং একই সাথে প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের অনুপস্থিতি

বার্ষিক হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

- ❖ দলের সকল আয়-ব্যয় স্বাধীন নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অধিকাংশ দলের অর্থের বিনিময়ে নামমাত্র নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়ে কমিশনে জমা দেওয়া

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যয়

- ❖ দলীয় কার্যালয় পরিচালনা ও কর্মসূচিভিত্তিক ব্যয় বিশ্লেষণ করে একটি রাজনৈতিক দলের দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপ্তি অনুযায়ী প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যয়-

দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপ্তি	প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যয়
নিবন্ধনের শর্ত অনুযায়ী ন্যূনতম ২২টি জেলা ও ১০১টি উপজেলায়	প্রায় <u>১৪ থেকে ২৫ কোটি টাকা</u>
সকল জেলা/মহানগর, উপজেলা, পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত	প্রায় <u>৩০২ থেকে ৩৯৩ কোটি টাকা</u>
সকল জেলা/মহানগর, উপজেলা, পৌরসভা/ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত	প্রায় <u>১,৫৩২ থেকে ২,১৮৮ কোটি টাকা</u>

একটি দলের নির্বাচনী ব্যয় ব্যতীত নিয়মিত বাৎসরিক ব্যয় (অফিস পরিচালনা ও কর্মসূচিকেন্দ্রিক ব্যয়) ২০২৫ সালকে বিবেচনায় নিয়ে প্রাক্কলন

রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাক্কলিত আয়

- ❖ হিসাব সংরক্ষণ না করা ও গোপনীয়তার কারণে দলের কর্মী চাঁদা ব্যতীত অন্যান্য উৎস থেকে প্রকৃত আয়ের হিসাব প্রাক্কলন দুঃসাধ্য;
- ❖ সদস্যদের চাঁদার পরিমাণ বিশ্লেষণ করে একটি রাজনৈতিক দলের দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপ্তি অনুযায়ী শুধু সদস্যদের চাঁদা থেকে প্রাপ্য ন্যূনতম প্রাক্কলিত আয়-

দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপ্তি	শুধু কর্মীদের চাঁদা থেকে প্রাপ্য ন্যূনতম প্রাক্কলিত বাৎসরিক আয়
নিবন্ধনের শর্ত অনুযায়ী ন্যূনতম ২২টি জেলা ও ১০১টি উপজেলায়	প্রায় <u>২৬ লাখ টাকা*</u>
সকল জেলা/মহানগর, উপজেলা, পৌরসভা/ ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত	প্রায় <u>৩৮ কোটি টাকা**</u>
সকল জেলা/মহানগর, উপজেলা, পৌরসভা/ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত	প্রায় <u>১১৬ কোটি টাকা**</u>

* সদ্য নিবন্ধন প্রাপ্ত একটি রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ও চাঁদার হার অনুসারে প্রাক্কলিত

** দেশের সকল জেলা থেকে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত কমিটি রয়েছে এমন একটি দলের বিভিন্ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ও চাঁদার হার অনুসারে প্রাক্কলিত

রাজনৈতিক দলসমূহের অর্থ সংগ্রহ প্রক্রিয়া

- ❖ অধিকাংশ দলের এই বিপুল পরিমাণ ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মসূচি বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে সংগ্রহ; যা দলের আর্থিক প্রতিবেদনে দলীয় আয়-ব্যয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় না
 - স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় কার্যালয় ও কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় প্রধানত স্থানীয়ভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থায়নের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়
 - কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্ষমতায় থাকা বা ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন দলের নেতা-কর্মী কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবসায়ী, শিল্পপতিসহ বিত্তবান মানুষের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ আদায়
 - বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন বিত্তশালী ব্যক্তিগণের দলীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ বা নির্বাচনে মনোনয়ন বা ভবিষ্যতে সুযোগ-সুবিধা পেতে বড় অংকের চাঁদা বা অনুদান প্রদান
 - কিছু কিছু দলের তৃণমূল পর্যায়ে গণচাঁদা সংগ্রহ
- ❖ রাজনৈতিক দলের বিপুল পরিমাণ অর্থের চাহিদা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধের রাজনীতিকরণের ঝুঁকি সৃষ্টি; একইসাথে ব্যক্তি নির্ভরতার কারণে দলের মধ্যে ‘প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট’ সম্পর্ক তৈরি

অনিয়ম-দুর্নীতি: রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধের রাজনীতিকরণ...

- ❖ ১৮টি রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সদস্য হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে ন্যূনতম শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ে কোনো শর্তের উল্লেখ নেই এবং দলে অপরাধীদের সদস্যপদ বা দলীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ প্রতিরোধে কোনো ব্যবস্থা নেই
- ❖ দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যয় নির্বাহ, আধিপত্য বিস্তার, ও নির্বাচনের সময় ভোটকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কারণে দলগুলো অর্থ ও পেশিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি আগ্রহী হয়
- ❖ অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনকারী ও পেশিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাসহ সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করতে ক্ষমতার বলয়ে প্রবেশের চেষ্টা
 - তুলনামূলকভাবে প্রভাবশালী দলে বিভিন্ন অপরাধীদের প্রবেশের ঘটনা লক্ষণীয়; যার মধ্যে চাঁদাবাজি, মানব পাচার, চোরাচালান, অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা, 'যৌন ব্যবসা' ইত্যাদি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যক্তি
 - বিগত পাঁচটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ১৮% - ৩২% প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে এক বা একাধিক মামলা ছিল

অনিয়ম-দুর্নীতি: রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধের রাজনীতিকরণ...

❖ ক্ষমতায় থাকা বা প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনীত প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান লঙ্ঘন করলেও দলগুলোর গঠনতন্ত্রে এবিষয়ে কোনো কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের সুস্পষ্ট বিধান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দৃষ্টান্ত নেই

- দল মনোনীত কিছু প্রার্থীর নির্বাচনী হলফনামায় সম্পদ, ঋণ, ব্যবসায়িক স্বার্থ বা বিদেশি নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত তথ্য গোপন করা বা ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান
- রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রে দলের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরিকল্পনা, অর্থের উৎস, ব্যয় তদারকি এবং আর্থিক প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা অনুপস্থিত; ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে নির্ধারিত ব্যয় সীমার চাইতে প্রার্থীদের গড়ে ১৬৯.৫% অধিক ব্যয় করা হলেও দল থেকে প্রশ্রয় দেওয়া

“কিছু এলাকায় নির্বাচনের ব্যয়ের ক্ষেত্রে একদিনেই ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়”- একটি দলের একজন নেতা

“নির্বাচনের মাঠে ১,০০০ টাকার নোট হচ্ছে সর্বনিম্ন”- নির্বাচনী ব্যয় প্রসঙ্গে অপর একজন নেতা

“দ্বাদশ নির্বাচনে বড় দলের একজন প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় ৫০ কোটি টাকার বেশি ছিলো”- জেলা পর্যায়ের একজন নেতা

- একাদশ জাতীয় সংসদের ৬৭ জন সদস্যের নিজের ও ৪৪ জনের পরিবারের সদস্যদের পাঁচ বছরে ৫০%-এর অধিক সম্পদ বৃদ্ধি; সর্বোচ্চ একজন সংসদ সদস্যের ও তার পরিবারের সদস্যের যথাক্রমে ৫,৪৭০% এবং ৩৮,৪২৩%-এর অধিক বৃদ্ধি
- বিভিন্ন অপরাধমূলক এবং অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে নেতা-কর্মীরা সম্পদ অর্জন করলেও দল থেকে দৃশ্যমান ব্যবস্থা গ্রহণ না করা; ক্ষেত্রবিশেষে লঘু দণ্ড প্রদান

- ❖ রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সুশাসনের প্রতিটি নির্দেশক তথা স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, গণতান্ত্রিক চর্চা, অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান
- ❖ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ সার্বিক কার্যক্রমসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা, রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামোর ঘাটতি লক্ষ করা যায়; একই সাথে বিদ্যমান আইনি কাঠামো আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ
- ❖ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানসহ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও দলীয় গঠনতন্ত্র পরিপালন না করার প্রবণতাও লক্ষণীয়; যতটুকু পরিপালন করা হয় তা মূলত প্রতীকী অর্থে
- ❖ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের উত্তম চর্চার সাথে কোনো কোনো নির্দেশক সামঞ্জস্যহীন ও অতি-নিয়ন্ত্রণমূলক; অন্যদিকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কার্যকর পদ্ধতির অনুপস্থিতির কারণে আইনি শর্তভিত্তিক ব্যবস্থাটি অঙ্কুরেই অর্থ-নির্ভর প্রতিযোগিতামূলক পৃষ্ঠপোষকতা (কম্পিটেটিভ ক্লায়েন্টিলিজম) তৈরি করে, যা দলগুলোকে ব্যবসায়ীসহ বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য করে
- ❖ বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলগুলোর কার্যক্রম পরিচালনায় বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হয়; দলগুলোর এই বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থাপনা অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-নির্ভর; যেখানে স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান; এবং রাজনৈতিক দলগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদত্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষণীয়

- ❖ রাজনৈতিক অর্থায়নে ব্যক্তিনির্ভরতা এবং অনানুষ্ঠানিক খাত বা উৎসের প্রাধান্য দলগুলোতে ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতি বিকাশে সহায়তা করছে
- ❖ রাজনৈতিক দলে বিশেষত প্রভাবশালী দলগুলোতে ক্ষমতার অপব্যবহার, কালো টাকা, রাজনৈতিক দূর্বৃত্তায়ন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বিকশিত হচ্ছে; যা অনেকক্ষেে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বা দলীয় অবস্থানকে ক্ষমতাকেন্দ্রিক বিজনেস মডেলে পরিণত করছে
- ❖ আইনি বাধ্যবাধকতা ও রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার থাকলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলে নারীদের অন্তর্ভুক্তিতে বাস্তব অগ্রগতি নেই; নারী নেতা-কর্মীদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে দলগুলোর অনীহা লক্ষণীয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে নারীদের উপস্থিতি নামমাত্র বা প্রতীকী
- ❖ দলীয় কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক চর্চা ও তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ এবং নারী কর্মীদের অন্তর্ভুক্তির ঘাটতির ফলে দলগুলোতে একক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব, পরিবারতন্ত্র, কর্তৃত্বপরায়ণতা, অভিজাততন্ত্র ও পুরুষতান্ত্রিকতা গভীরতর হচ্ছে
- ❖ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংগঠনিক পদক্ষেপের নামে অ্যাডহকভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণের বাইরে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ ক্ষমতার অপব্যবহারে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকায় এবং জবাবদিহি ব্যবস্থার ঘাটতির ফলে বিশেষ করে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোতে অর্থ ও পেশিশক্তির ব্যবহার ও রাজনৈতিক সহিংসতা স্বাভাবিকতায় পরিণত হচ্ছে
- ❖ এ প্রেক্ষিতে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ সংস্কার অপরিহার্য; এই সংস্কারের দায়-দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোকেই নিতে হবে

১. রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২ এবং রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে, যার মধ্যে থাকবে-
 - আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত সহজ এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সাপেক্ষে নিবন্ধন নবায়ন করা
 - আরপিও, ১৯৭২ অনুযায়ী সংসদ সদস্য নির্বাচনে অযোগ্য ব্যক্তিদের কোনো নিবন্ধিত দলের সাধারণ/কমিটির সদস্য না করা
 - নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার দলের স্থানীয় সদস্যদের গোপন ভোটে তৈরি প্যানেল থেকে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্ত করা
 - জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রার্থীর তিন বছরের দলীয় সদস্যপদ থাকা বাধ্যতামূলক করা
 - সকল দলের আর্থিক প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা
 - রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য মানসম্মত যুগোপযোগী হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা
 - দলের সব পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট সীমার ওপরে আর্থিক লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা বাধ্যতামূলক করা
 - আর্থিক প্রতিবেদনে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সাথে সুস্পষ্টভাবে স্থানীয় পর্যায়ের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করা
 - নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন যাচাইয়ের ক্ষমতা প্রদান করা
 - রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য হালনাগাদকৃত তথ্য সম্বলিত ওয়েবসাইট পরিচালনা বাধ্যতামূলক করা

২. রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ -এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে
৩. নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রদান বিষয়ক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে
৪. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক হিসাব যাচাই ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের তদারকি বৃদ্ধি এবং আইনি বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
৫. নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রেজিস্টার্ড চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্মের একটি তালিকা তৈরি এবং তালিকাভুক্ত ফার্মের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক লেনদেনের নিরীক্ষা সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে
৬. দলগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আচরণবিধি, আর্থিক নীতিমালা, জেভার নীতি ও শুদ্ধাচার নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে
৭. দলের গঠনতন্ত্রে কমিটি গঠন ও নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ভিত্তিক কাউন্সিল আয়োজন এবং প্রতিটি পর্যায়ের নেতৃত্ব নির্বাচন গোপন ভোটের মাধ্যমে করতে হবে
৮. দলীয় প্রধানের পদসহ নেতৃত্বস্থানীয় পদে একই ব্যক্তি কতদিন দায়িত্ব পালন করতে পারবে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে
৯. দলের নেতৃত্ব পর্যায়ে ও নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদানে নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে
১০. নেতৃত্ব নির্বাচন ও মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলী সুস্পষ্ট করতে হবে
১১. দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে
১২. দলে অপরাধীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে প্রতিরোধমূলক যাচাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে

ধন্যবাদ

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম
০১	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি - এলডিপি	১৭	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
০২	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১৮	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা
০৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (স্বগিত)	১৯	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
০৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	২০	খেলাফত মজলিস
০৫	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	২১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল
০৬	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	২২	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
০৭	জাতীয় পার্টি	২৩	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)
০৮	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	২৪	নাগরিক ঐক্য
০৯	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	২৫	গণসংহতি আন্দোলন
১০	জাকের পার্টি	২৬	বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)
১১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	২৭	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
১২	ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)	২৮	জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি
১৩	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	২৯	বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি
১৪	গণফোরাম	৩০	ভাসানী জনশক্তি পার্টি
১৫	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ	৩১	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
১৬	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	৩২	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

গবেষণায় তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ বা সাড়া প্রদান না করা দলের তালিকা

৬ নং স্লাইডের সংযুক্তি

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম
০১	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
০২	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
০৩	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি
০৪	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন
০৫	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
০৬	গণফ্রন্ট
০৭	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
০৮	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)
০৯	বাংলাদেশ এলডিপি (বর্তমানে বিলুপ্ত)
১০	জাতীয় গণফ্রন্ট

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করতে প্রয়োজনীয় প্রাক্কলিত অর্থ*

১০ নং স্লাইডের সংযুক্তি

ব্যয়ের খাত	কেন্দ্রীয় কার্যালয়	জেলা কার্যালয় ^২	উপজেলা কার্যালয় ^৩	মোট
অগ্রিম ভাড়া ও চুক্তিপত্র (টাকা)	৩০,৫০০- ৪৫,৫০০	২,০৯,০০০- ৬,৭১,০০০	৬,৫৬,৫০০- ১৫,৬৫,৫০০	৮,৯৬,০০০- ২,২৮,২০০০
অফিস ভাড়া (টাকা) ^১	৩০,০০০- ৪৫,০০০	১,৯৮,০০০- ৬,৬০,০০০	৬,০৬,০০০- ১৫,১৫,০০০	৮,৩৪,০০০- ২,২২,০০০০
আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম (টাকা)	২০,০০০- ৩২,০০০	৩,৪৯,৮০০- ৫,২৮,০০০	১১,১১,০০০- ২৪,২৪,০০০	১৪,৮০,৮০০- ২৯,৮৪,০০০
সদস্য ফর্ম, গঠনতন্ত্র ও রশিদ মুদ্রণ	-	-	-	২০,০০০- ৪০,০০০
নিবন্ধন ফি ও নথিপত্রের অনুলিপি প্রস্তুত ^৪	-	-	-	৩৫,০০০- ৫৫,০০০
সর্বমোট	-	-	-	৩২,৬৫,৮০০ - ৭৫,৮১,০০০

*নতুন নিবন্ধিত বা নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক নিবন্ধন ব্যয় চিত্র

^১অফিসের স্থান ও আয়তনভেদে ব্যয় পরিবর্তনশীল।

^২২১টি জেলা অফিসের জন্য ব্যয়; সর্বনিম্ন ৩ মাসের অগ্রিম, ৩ মাসের ভাড়া এবং আসবাবপত্র খরচ অন্তর্ভুক্ত

^৩১০১টি উপজেলা অফিসের জন্য। সর্বনিম্ন ৩ মাসের অগ্রিম, ৩ মাসের ভাড়া এবং আসবাবপত্র খরচ অন্তর্ভুক্ত

^৪ প্রতিটি জেলা ও উপজেলা/মহানগর কার্যালয়ের দুই শতাধিক ভোটারের তালিকা, গঠনতন্ত্র, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের তালিকা, সদস্যদের ফর্ম, অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র ইত্যাদি নথিপত্রের অনুলিপি প্রস্তুতের খরচ

জাতীয়
পার্টি

- ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবিচল শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন; সমাজ জীবনে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা (ধারা ৪)

বাংলাদেশ
জামায়াতে
ইসলামী

- ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে সমাজ গঠন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মেনে না নেওয়া এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য সকল নিয়মনীতি ও পন্থা-পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করা (ভূমিকা ও ধারা ২)
- ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সংশোধন, নৈতিক পুনর্গঠন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধন (ধারা ৬)
- দলের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী ঈমান ও আক্বীদা পরিপন্থী কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক না রাখা (ধারা ৭)
- দলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির সাথে একমত পোষণ সাপেক্ষে অমুসলিম নাগরিকদের জন্য সহযোগী সদস্য বা সদস্যপদের শর্তারোপ (ধারা ১২)

জমিয়তে
উলামায়ে
ইসলাম
বাংলাদেশ

- ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তথা জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর নেজাম বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া; এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য নেজামে মোস্তফার বাস্তবায়ন (ধারা ৪)
- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত -এর আকীদায় বিশ্বাসী যে কোনো মুসলমান এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল যে কোনো অমুসলিমও জমিয়তের সদস্য হতে পারবে (ধারা ৭)

বাংলাদেশ
খেলাফত
মজলিস

- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে প্রচলিত অনৈসলামী সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও খেলাফতে রাশেদার আদর্শে প্রথমে বাংলাদেশে ও পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা (ধারা ৩)
- সকল বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ, খেলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্ত অনুসরণ এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের আকীদায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া (ধারা ৪)
- কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের লক্ষ্যে গণআন্দোলন গড়ে তোলা (ধারা ৫)
- কর্মী হওয়ার ক্ষেত্রে দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সাথে একমত হয়ে সংগঠনের নিয়মিত দাওয়াতী কাজ ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, এবং নকীব হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান মেনে চলা এবং দ্বীন ইসলাম ও খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন (ধারা ৬)

খেলাফত
মজলিস

- বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শের আলোকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা (ধারা ৩)
- ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ কাঠামোর পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ব্যাপক জনমত তৈরী ও গণআন্দোলন গড়ে তোলা (ধারা ৪)
- সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে দলের মূলনীতি, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা এবং নীতি ও কর্মসূচির সাথে ঐকমত্য পোষণ; ইসলামের মৌলিক বিধি বিধান মেনে চলা (ধারা ৬)

বাংলাদেশ
মুসলিম লীগ-
বিএমএল

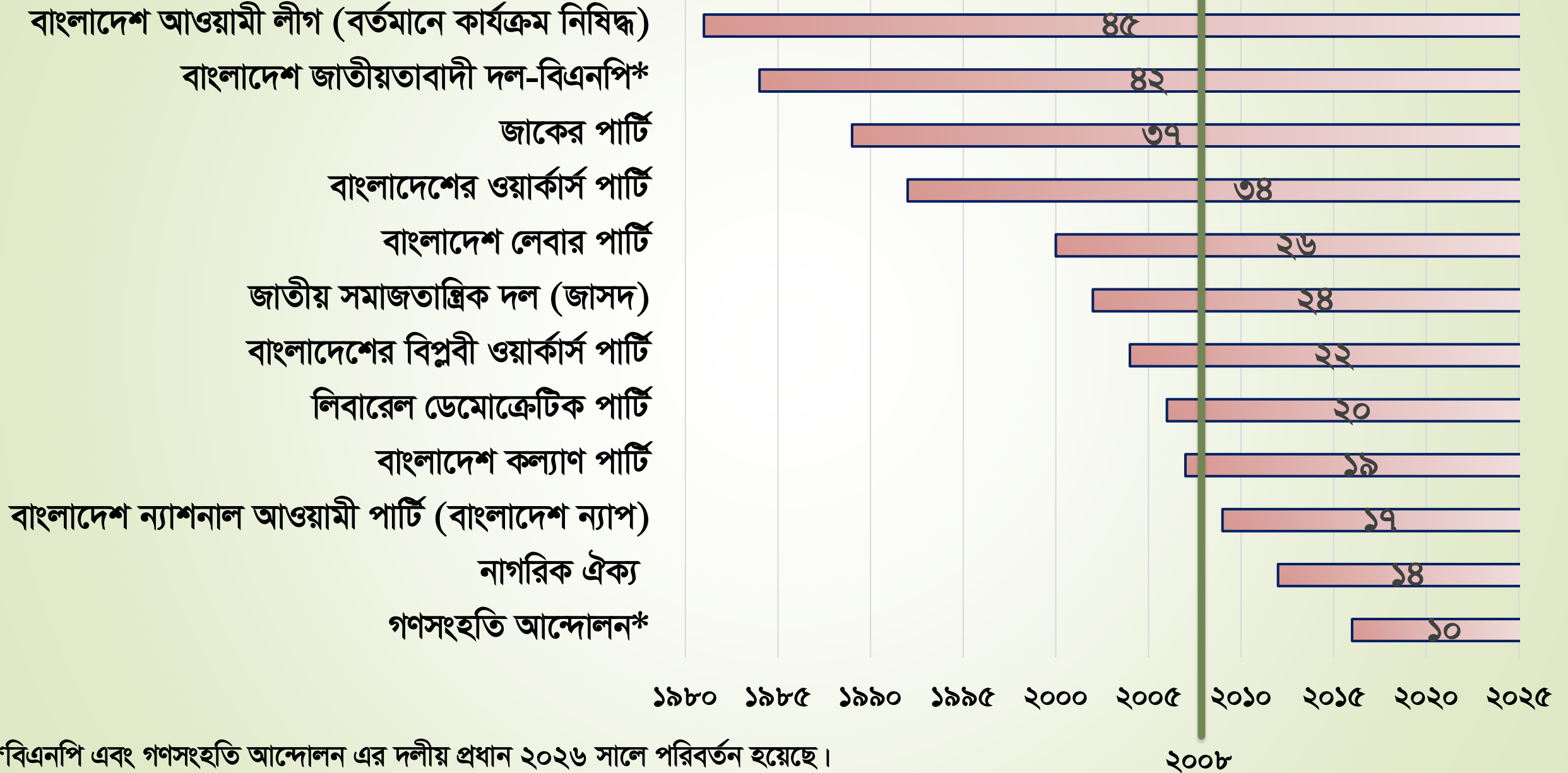
- মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের শাশত বাণী ইনসাফের আলোকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতঃ বাংলাদেশকে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা (ধারা ৬)

বাংলাদেশ
লেবার পার্টি

- দলের মৌলিক আদর্শ - ইসলামী আদর্শ ও বিশ্বাস (ধারা ৪)
- সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অবিচল আস্থা, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন; সমাজ জীবনে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা (ধারা ৫)

রাজনৈতিক দলের প্রধানদের নেতৃত্বের সময়কাল (১০ বছরের অধিক)

২০ নং স্লাইডের সংযুক্তি



ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	নারী সদস্যের সংখ্যা (%)
১	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	০%
২	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	০%
৩	ইসলামী ঐক্যজোট	১%
৪	খেলাফত মজলিস*	২%
৫	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	২%
৬	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪%
৭	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	৫%
৮	ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)	৬%
৯	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	৮%
১০	বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি	৯%
১১	জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি	১০%
১২	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	১০%
১৩	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	১২%
১৪	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	১২%
১৫	জাতীয় পার্টি	১২%
১৬	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	১২%

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম	নারী সদস্যের সংখ্যা (%)
১৭	ভাসানী জনশক্তি পার্টি	১২%
১৮	গণসংহতি আন্দোলন	১৪%
১৯	বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি	১৪%
২০	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১৬%
২১	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টি	১৭%
২২	নাগরিক ঐক্য	১৭%
২৩	জাকের পার্টি	১৯%
২৪	গণফোরাম	১৯%
২৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ)	২২%
২৬	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি - এলডিপি	৩৪%
২৭	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা	৪১%
২৮	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	তথ্য পাওয়া যায়নি
২৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ	তথ্য পাওয়া যায়নি
৩০	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল	তথ্য পাওয়া যায়নি
৩১	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম	তথ্য পাওয়া যায়নি
৩২	বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)	তথ্য পাওয়া যায়নি

*খেলাফত মজলিস এর কেন্দ্রীয় কমিটিতে সকল পুরুষ সদস্যের নাম উল্লেখ করা হলেও ৩৭ জন নারী সদস্যদের মধ্যে শুধু ২ জন সদস্যের নাম উল্লেখ এবং অন্যক্ষেত্রে '৩৫ জন নারী সদস্য' রয়েছে বলে উল্লেখ

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম
১	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি - এলডিপি
২	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি
৩	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
৪	বিকল্পধারা বাংলাদেশ
৫	জাতীয় পার্টি
৬	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ
৭	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ
৮	গণফোরাম

ক্রম	রাজনৈতিক দলের নাম
৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ
১০	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস
১১	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা
১২	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম
১৩	নাগরিক ঐক্য
১৪	বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)
১৫	বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি
১৬	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ সহিংসতার চিত্র

সাল	সংঘর্ষের ঘটনা	আহত	নিহত
২০১৩	২০১	২৫২৪	১৮
২০১৪	১৯৭	২৫৩৬	৩৯
২০১৫	২৩৫	২৪৬২	৩৩
২০১৬	১২৯	১৩২৩	২২
২০১৭	২৪৫	৩১২৮	৪০
২০১৮	১৩৭	১৮৬৮	৩১
২০১৯	১০১	১৪৫১	১৪
২০২০	৯৩	১০৯৩	২৫
২০২১	১০১	১২৪৮	১৪
২০২২	১৩০	১৬৯৮	১৫
২০২৩	১০৭	১০৭০	১৫
২০২৪	৯৭	১০৪৫	২১
২০২৫	২৮৬	৩১৭৫	৭৭
২০২৬ (আগস্ট পর্যন্ত)	১২০	১০৬৩	২৪
মোট	২৩৫৪	২৭৮৬০	৪২৮

রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তঃদলীয় সহিংসতার চিত্র

বছর	সংঘর্ষের ঘটনা	আহত	নিহত
২০১৩	২৩৪	৩২৯২	৬৩
২০১৪	২১৫	১৮১৫	৪৪
২০১৫	৫০২	২৩৭৮	১০৯
২০১৬	২৫	২৫৫	৪
২০১৭	৩৭	৪৭৬	৩
২০১৮	২৫	২৪০	১
২০১৯	৭	৭৬	০
২০২০	১২	১৬২	১
২০২১	৩১	৫৬৭	৬
২০২২	১১৮	১৯৯৩	৩
২০২৩	৯৩	১৩৮৮	১
২০২৪	২৭০	২৩৫২	৩৮
২০২৫	১০৯	১৫০১	২৫
২০২৬ (আগস্ট পর্যন্ত)	২৪৮	১৯৯৬	২০
মোট	১৯২৬	১৮৪৯১	৩১৮

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ২০২৫ সালের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) আর্থিক হিসাব

৩৩ নং স্লাইডের সংযুক্তি

রাজনৈতিক দল	আয় (কোটি টাকায়)	ব্যয় (কোটি টাকায়)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	২২.১৯	১৫.২৬
জাতীয় পার্টি	১.৮২	১.৮৭
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	২৩.৬৮	২৩.৯১
আমার বাংলাদেশ পার্টি	২.৩২	২.৩৩

ক্রম নং	ব্যয়ের খাত	সংখ্যা	প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (টাকা)
	বাৎসরিক পরিচালন ব্যয়		
১	কেন্দ্রীয় অফিস পরিচালন	১	৮৮৮০০০ - ১৩২০০০০
২	মহানগর ও জেলা অফিস পরিচালন (২২টি জেলা)	২২	১৪৫২০০০০ - ১৮৬১২০০০
৩	উপজেলা ও থানা অফিস পরিচালন (১০১টি উপজেলা/থানা)	১০১	৪০০২৬০০০ - ৪৯৭৪০০০০
	মোট		৫৫৪৩৪০০০ - ৬৯৬৭২০০০
	বাৎসরিক কর্মসূচি ব্যয়		
৪	কেন্দ্রীয় পর্যায়	১	৬৫১০০০০ - ১০৫১০০০০
৫	মহানগর ও জেলা পর্যায় (২২টি জেলা)	২২	৪১৪১৫০০০ - ৫৮৪৬৫০০০
৬	উপজেলা ও থানা পর্যায় (১০১টি উপজেলা/থানা)	১০১	৩৮৩৮০০০০ - ১১১৬০৫০০০
	মোট		৮৬৩০৫০০০ - ১৮০৫৮০০০০
	সর্বমোট		১৪,১৭,৩৯,০০০ - ২৫,০২,৫২,০০০

*কার্যালয়ের মালিকানা, কর্মসূচী ধরন, সময়, ব্যবহার ও স্থানভেদে তারতম্য হতে পারে

** কার্যালয় পরিচালন ব্যয়ের খাতসমূহ: মাসিক অফিস ভাড়া; আপ্যায়ন ব্যয়; বিদ্যুৎ বিল এবং অন্যান্য (পানি বিল, স্টেশনারীজ ইত্যাদি)

*** কর্মসূচি সম্পর্কিত ব্যয়ের খাতসমূহ: সভা-সমাবেশ (মঞ্চ, ডেকোরেটর, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি); আপ্যায়ন ব্যয়; ব্যানার; প্রচারণা সামগ্রী (পোস্টার, মাইকিং ইত্যাদি)

এবং যাতায়াত ব্যয়, বছরে ন্যূনতম ৫টি কর্মসূচি ধরে

ক্রম	ব্যয়ের খাত	সংখ্যা	প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (টাকা)
	বাৎসরিক পরিচালন ব্যয়		
১	কেন্দ্রীয় অফিস পরিচালন	১	৮৮৮০০০ - ১৩২০০০০
২	মহানগর ও জেলা অফিস পরিচালন (১২টি মহানগর ও ৬৪টি জেলা)	৭৬	৪৮৩৬০০০০ - ৬১৫৯৬০০০
৩	উপজেলা ও থানা অফিস পরিচালন (৪৯৫টি উপজেলা ও ১২৬টি মহানগর এলাকার থানা)	৬২১	২৪৫৮৮৬০০০ - ৩০৫৪৮৪০০০
৪	পৌরসভা অফিস পরিচালন (৩২৯টি পৌরসভা)	৩২৯	৮৪৯১২০০০ - ১১৬৫০৮০০০
৫	ইউনিয়ন অফিস পরিচালন (৪৫৫৩টি ইউনিয়ন)	৪৫৫৩	৪৬৪৪১৮০০০ - ৬৫৫৬৫০০০০
	মোট		৮৪,৪৪,৬৪,০০০ - ১,১৪,০৫,৫৮,০০০
	বাৎসরিক কর্মসূচি পরিচালন ব্যয়		
৬	কেন্দ্রীয় পর্যায়	১	৬৫১০০০০ - ১০৫১০০০০
৭	মহানগর ও জেলা পর্যায় (১২টি মহানগর ও ৬৪টি জেলা)	৭৬	১৪৩০৭০০০০ - ২০১৯৭০০০০
৮	উপজেলা ও থানা পর্যায় (৪৯৫টি উপজেলা ও ১২৬টি মহানগর এলাকার থানা)	৬২১	৪৮৪৩৮০০০০ - ৬৮৬২০৫০০০
৯	পৌরসভা পর্যায় (৩২৯টি পৌরসভা)	৩২৯	১৬৪৫০০০০০ - ২০৭২৭০০০০
১০	ইউনিয়ন পর্যায় (৪৫৫৩টি ইউনিয়ন)	৪৫৫৩	১৩৭৭২৮২৫০০ - ১৬৮৪৬১০০০০
	মোট		২১৭৫৭৪২৫০০ - ২৭৯০৫৬৫০০০
	সর্বমোট		৩০২,০২,০৬,৫০০ - ৩৯৩,১১,২৩,০০০

*মালিকানা, কর্মসূচী ধরন, সময়, ব্যবহার ও স্থানভেদে তারতম্য হতে পারে

** কার্যালয় পরিচালন ব্যয়ের খাতসমূহ: মাসিক অফিস ভাড়া; আপ্যায়ন ব্যয়; বিদ্যুৎ বিল এবং অন্যান্য (পানি বিল, স্টেশনারীজ ইত্যাদি)

*** কর্মসূচি সম্পর্কিত ব্যয়ের খাতসমূহ: সভা-সমাবেশ (মঞ্চ, ডেকোরেটর, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি); আপ্যায়ন ব্যয়; ব্যানার; প্রচারণা সামগ্রী (পোস্টার, মাইকিং ইত্যাদি)

এবং যাতায়াত ব্যয়, বছরে ন্যূনতম ৫টি কর্মসূচি ধরে

বাংলাদেশের ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত ইউনিট কার্যালয় থাকা একটি দলের প্রাক্কলিত বাৎসরিক ব্যয়

ক্রম	ব্যয়ের খাত	সংখ্যা	প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (টাকা)
	বাৎসরিক পরিচালন ব্যয় (বৃহৎ দল)		
১	কেন্দ্রীয় অফিস পরিচালন	১	৮৮৮০০০ - ১৩২০০০০
২	মহানগর ও জেলা অফিস পরিচালন (১২টি মহানগর ও ৬৪টি জেলা)	৭৬	৪৮৩৬০০০০ - ৬১৫৯৬০০০
৩	উপজেলা ও থানা অফিস পরিচালন (৪৯৫টি উপজেলা ও ১২৬টি মহানগর এলাকার থানা)	৬২১	২৪৫৮৮৬০০০ - ৩০৫৪৮৪০০০
৪	পৌরসভা অফিস পরিচালন (৩২৯টি পৌরসভা)	৩২৯	৮৪৯১২০০০ - ১১৬৫০৮০০০
৫	ইউনিয়ন অফিস পরিচালন (৪৫৫৩টি ইউনিয়ন)	৪৫৫৩	৪৬৪৪১৮০০০ - ৬৫৫৬৫০০০০
৬	ওয়ার্ড অফিস পরিচালন (৪৮০টি মহানগর ওয়ার্ড, ২৯৬১টি পৌর ওয়ার্ড ও ৪০৯৭৭টি ইউনিয়ন ওয়ার্ড)	৪৪৪১৮	৩১৯৮০৯৬০০০ - ৫০৬৩৬৫২০০০
	মোট		৪০৪২৫৬০০০০ - ৬২০৪২১০০০০
	বাৎসরিক কর্মসূচি পরিচালন ব্যয় (বৃহৎ দল)		
৭	কেন্দ্রীয় পর্যায়	১	৬৫১০০০০ - ১০৫১০০০০
৮	মহানগর ও জেলা পর্যায় (১২টি মহানগর ও ৬৪টি জেলা)	৭৬	১৪৩০৭০০০০ - ২০১৯৭০০০০
৯	উপজেলা ও থানা পর্যায় (৪৯৫টি উপজেলা ও ১২৬টি মহানগর এলাকার থানা)	৬২১	৪৮৪৩৮০০০০ - ৬৮৬২০৫০০০
১০	পৌরসভা পর্যায় (৩২৯টি পৌরসভা)	৩২৯	১৬৪৫০০০০০ - ২০৭২৭০০০০
১১	ইউনিয়ন পর্যায় (৪৫৫৩টি ইউনিয়ন)	৪৫৫৩	১৩৭৭২৮২৫০০ - ১৬৮৪৬১০০০০
১২	ওয়ার্ড পর্যায় (৪৮০টি মহানগর ওয়ার্ড, ২৯৬১টি পৌর ওয়ার্ড ও ৪০৯৭৭টি ইউনিয়ন ওয়ার্ড)	৪৪৪১৮	৯১০৫৬৯০০০০ - ১২৮৮১২২০০০০
	মোট		১১২৮১৪৩২৫০০ - ১৫৬৭১৭৮৫০০০
	সর্বমোট		১৫,৩২,৩৯,৯২,৫০০ - ২১,৮৭,৫৯,৯৫,০০০

*মালিকানা, কর্মসূচী ধরন, সময়, ব্যবহার ও স্থানভেদে তারতম্য হতে পারে

** কার্যালয় পরিচালন ব্যয়ের খাতসমূহ: মাসিক অফিস ভাড়া; আপ্যায়ন ব্যয়; বিদ্যুৎ বিল এবং অন্যান্য (পানি বিল, স্টেশনারীজ ইত্যাদি)

*** কর্মসূচি সম্পর্কিত ব্যয়ের খাতসমূহ: সভা-সমাবেশ (মঞ্চ, ডেকোরেটর, সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি); আপ্যায়ন ব্যয়; ব্যানার; প্রচারণা সামগ্রী (পোস্টার, মাইকিং ইত্যাদি)

এবং যাতায়াত ব্যয়, বছরে ন্যূনতম ৫টি কর্মসূচি ধরে

নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে ২২টি জেলা ও ১০১টি উপজেলায় কার্যালয় থাকা একটি দলের শুধু কর্মীদের চাঁদা থেকে প্রাক্কলিত বাৎসরিক আয়*

ক্রম	প্রশাসনিক পর্যায়	ইউনিট/কমিটি থেকে আদায়কৃত মাসিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)	মোট ইউনিট/ কমিটির সংখ্যা	মোট বাৎসরিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)
		ক	খ	ক x খ x ১২
১	কেন্দ্রীয় পর্যায়**	১০,৫০০	১টি	১,২৬,০০০
২	জেলা পর্যায়***	১৫০	২২টি	৩৯,৬০০
৩	উপজেলা/মহানগর থানা পর্যায়****	২,০০০	১০১টি	২৪,২৪,০০০
	সর্বমোট			২৫,৮৯,৬০০

* সদ্য নিবন্ধন প্রাপ্ত একটি রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ও চাঁদার হার অনুসারে প্রাক্কলিত

**গঠনতন্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকায়, কেন্দ্রীয় কমিটির ২১ জন সদস্যের চাঁদার পরিমাণ জন প্রতি ৫০০ টাকা করে ধরে হিসাব করা হয়েছে

***জেলা কমিটির ১৫ জন সদস্যের চাঁদার পরিমাণ জন প্রতি ১০ টাকা করে ধরে হিসাব করা হয়েছে

****উপজেলা পর্যায়ে কমিটির সদস্যসহ ২০০ সাধারণ সদস্যের চাঁদার পরিমাণ জন প্রতি ১০ টাকা করে ধরে হিসাব করা হয়েছে

ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কমিটি থাকা একটি দলের শুধু কর্মীদের চাঁদা থেকে প্রাক্কলিত বাৎসরিক আয়*

ক্রম	প্রশাসনিক পর্যায়	ইউনিট/কমিটি থেকে আদায়কৃত মাসিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)**	মোট ইউনিট/ কমিটির সংখ্যা	মোট বাৎসরিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)
		ক	খ	ক x খ x ১২
১	কেন্দ্রীয় পর্যায়***	২,৩৬,৫০০	১	২৮,৩৮,০০০
২	জেলা পর্যায়	১৯,৪০০	৬৪	১,৪৮,৯৯,২০০
৩	মহানগর পর্যায়	১৪,৭০০	১২	২১,১৬,৮০০
৪	উপজেলা/মহানগরের থানা পর্যায়	৫,৮১০	৬২১	৪,৩২,৯৬,১২০
৫	পৌরসভা পর্যায়	৪,৮২০	৩২৯	১,৯০,২৯,৩৬০
৬	ইউনিয়ন ও পৌর/মহানগর ওয়ার্ড পর্যায়****	৩,০৬০	৭,৯৯৪	২৯,৩৫,৩৯,৬৮০
	সর্বমোট			৩৭,৫৭,১৯,১৬০

* দেশের সকল জেলা থেকে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত কমিটি রয়েছে এমন একটি দলের বিভিন্ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ও চাঁদার হার অনুসারে প্রাক্কলিত

** গঠনতন্ত্রে সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্যের সংখ্যা অনুযায়ী নির্ধারিত মাসিক চাঁদার হার অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয়েছে

*** গঠনতন্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকায়, কেন্দ্রীয় কমিটির চাঁদার পরিমাণ জন প্রতি জেলা পর্যায়ের চাঁদার পরিমাণ অনুসারে ৫০০ টাকা ধরে হিসাব করা হয়েছে

****পৌরসভা ও মহানগর পর্যায়ে ৯টি করে ওয়ার্ড ধরে সদস্যসংখ্যা হিসাব করা হয়েছে

ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত কমিটি থাকা একটি দলের শুধু কর্মীদের চাঁদা থেকে প্রাক্কলিত বাৎসরিক আয়*

ক্রম	প্রশাসনিক পর্যায়	ইউনিট/কমিটি থেকে আদায়কৃত মাসিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)**	মোট ইউনিট/ কমিটির সংখ্যা	মোট বাৎসরিক চাঁদার পরিমাণ (টাকা)
		ক	খ	ক x খ x ১২
১	কেন্দ্রীয় কমিটি***	২,৩৬,৫০০	১	২৮,৩৮,০০০
২	জেলা	১৯,৪০০	৬৪	১,৪৮,৯৯,২০০
৩	মহানগর	১৪,৭০০	১২	২১,১৬,৮০০
৪	উপজেলা/মহানগরের থানা	৫,৮১০	৬২১	৪,৩২,৯৬,১২০
৫	পৌরসভা	৪,৮২০	৩২৯	১,৯০,২৯,৩৬০
৬	ইউনিয়ন ও পৌর/মহানগর ওয়ার্ড****	৩,০৬০	৭,৯৯৪	২৯,৩৫,৩৯,৬৮০
৭	ইউনিয়নের ওয়ার্ড	১,৬০০	৪০,৯৭৭	৭৮,৬৭,৫৮,৪০০
	সর্বমোট			১,১৬,২৪,৭৭,৫৬০

* দেশের সকল জেলা থেকে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত কমিটি রয়েছে এমন একটি দলের বিভিন্ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ও চাঁদার হার অনুসারে প্রাক্কলিত

** গঠনতন্ত্রে সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্যের সংখ্যা অনুযায়ী নির্ধারিত মাসিক চাঁদার হার অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয়েছে

*** গঠনতন্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকায়, কেন্দ্রীয় কমিটির চাঁদার পরিমাণ জন প্রতি জেলা পর্যায়ের চাঁদার পরিমাণ অনুসারে ৫০০ টাকা ধরে হিসাব করা হয়েছে

****পৌরসভা ও মহানগর পর্যায়ে ৯টি করে ওয়ার্ড ধরে সদস্যসংখ্যা হিসাব করা হয়েছে